অযোধ্যা পাহাড়ের রাম রাজত্ব। । ছবি : অরূপ বসু

আদিবাসীদের জন্য আইন থেকেও নেই

বিচারপতি প্রতাপ রায়

(কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি; গ্রিন ট্রাইবুনালের পূর্বাঞ্চলীয় সার্কিটের প্রাক্তন চেয়ারম্যান)

['আদিবাসী ও আধুনিকতা' বারণরেখা আয়োজিত সুকুমারী ভট্টাচার্য স্মারক আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণ]

আইনের জগৎ-এর লোক আমি। সাহিত্যের সীমার মধ্যে থাকি মাঝে মাঝে। সাহিত্য পড়ি ভালো লাগে। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। অঙ্কের ছাত্র। আদিবাসী সমাজ তাদের যে গোষ্ঠী, তাদের যে সংস্কৃতি, তাদের সভ্যতা, তাদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য সেগুলোর আজকে ভিতর বাইরে কি পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের সংরক্ষণ করতে হবে কি না? সেটার বিচার-বিবেচনা করা দরকার। আজকে গোটা পৃথিবী জুড়েই আলোচনা চলছে যে—কোথাও একটা সংমিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে। এই যে Assimilation (সংমিশ্রণ) করছি আমরা, একটা সভ্যতাকে আরেকটা সভ্যতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি। একটা তথাকথিত Progressive Civilization—তার মধ্যে মার্জ করে দিচ্ছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে? এটা কি Human Rights concept যেটা তার কি বিরোধী হচ্ছে না? মানবাধিকার কি লঙ্ঘন হচ্ছে না? এই প্রশ্নগুলো আসছে।

International Legal Organisation এর 169 তম যে সম্মেলন হল সেখানেও ঐ একই কথা এল যে প্রত্যেকটি দেশ তাদেরকে Indigenous People বলা হল কেন? সেখানে ভারতবর্ষের আপত্তি ছিল যে—Indigenous People বলাটা ঠিক হচ্ছে না। কারণ, ভারতবাসীরাও তো Indigenous People. তাহলে যারা যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে দীর্ঘ দিন ধরে তারাই তো আদিবাসী হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে ভারত সরকার রাজি হয়েছেন। পরবর্তী কালে যে সম্মেলন হল সেখানে এদের রক্ষা করার এবং আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের সংবিধান ও ঐ দিকে লক্ষ রেখে অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। সংবিধানের দুটো Schedule আছে একটি 5th Schedule এবং আর একটি 6th Schedule. একটি দেশের সংবিধানিকে ধরে নেওয়া হয় যে এটা দেশের সরকার, দেশের মানুষ কিভাবে চলবে সংবিধান তা ঠিক করে। সেই আইনটা কিভাবে হবে। সেই আইনটার রূপরেখা কি হবে সেগুলো সবই সংবিধানের করা থাকে। 5th Schedule এ রাখা হয়েছে যে সমস্ত এলাকা উপদ্বীপ সেখানকার মানুষদের। সেখানে Tribal people যারা তাদের সঙ্গে Non-Tribal তাদেরও একটা বসতির mixture আছে। 6th Schedule টা করে দেওয়া হয়েছে যেটা ব্রিটিশ Government করেছিল সেটাকেই সংবিধানে রাখা হয়েছে। সেটি হল North-Eastern region-এর সাতটা প্রদেশ আছে। সেটা কতগুলো Values নিয়ে। যে একটা জায়গায় কতগুলো মানুষ আছে যেখানে অন্য কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতির মানুষ নেই এইভাবে একটা Group করে দেওয়া হল। তাদের রক্ষাকবচ করা হয়েছে। সংবিধানের সংশোধন কিছুদিন আগে হয়েছে আবার Chapter-9 সংবিধানের যেখানে বলা হচ্ছে— Municipality করা, পঞ্চায়েত করা এগুলো করার ওখানে Abendment করে বলা হয়েছে যে— এই সমস্ত রাজ্যগুলোতে যেগুলো 5th Schedule এবং 6th Schedule -এর মধ্যে পড়ে তারা এই আইনগুলো করবে। তার ফলে আজকে আমরা "Panchayet Extension Schedule Area Act." (Schedule area-এর মধ্যে) পাশ হয়েছে। সংক্ষেপে হল— PESA Act. ঐ আইনের ফলে Schedule area-এর যারা আদিবাসী আছেন, তারা নিজেদেরকে কিভাবে পরিচালনা করবেন, তাদের গ্রাম সভা ঠিক করবেন। গ্রাম সভা মানে যেটা আমরা বর্তমান সভ্যতাতে বলি Individualism. আমার ব্যক্তিগত একটা স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত একটা ইচ্ছে, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা। ওখানে হল একটা Collective desire, একটা Collective bargaining, একটা Collective issue. অর্থাৎ আমাদের একটা বনাঞ্চল আছে। সেই বনাঞ্চলটাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে। এটাকে পরিচালনা করার জন্য গ্রামসভা তৈরি করা হয়েছে। এই গ্রাম সভাতে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয়

এবং কোন আইন যদি সেই আইনসভার সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়, সেটাকে ওখানে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু একটা অসুবিধা তৈরি হয়েছে এখন যেটা নিয়ে আমরাও এখন ভাবনা চিন্তা করছি। আমাদের কাছেও বিচার করতে গিয়েই এই ব্যাপারগুলো এসেছিল। এখন অবশ্য আমি কলকাতা হাইকোর্টে নেই। আমি Retired হয়ে গেছি। কিন্তু যখন আসে তখন একসঙ্গে অনেক Problem আসে। কখনো দেখা যায় মারদাঙ্গা হচ্ছে। কিন্তু সেই Assimilation theory টা রয়ে গেছে যে—তোমাকে আমার দলে নিতে পারলাম না তো তোমাকে শেষ করে দিলাম। এই যে একটা Dicot System অর্থাৎ একদিকে আমি Development ভাবছি, উন্নতি কিভাবে হবে অন্যদিকে ভাবছি কিভাবে Assimilation করব। এই দুটোর মধ্যে একটা বিরোধ এসে যাচ্ছে। এই বিরোধটা আদালত পর্যন্ত গড়াচ্ছে। এই বিরোধের প্রাসঙ্গিকতাটা এসে যাচ্ছে কেন না আমরা যারা ভাবি যে আমরা একটু তথাকথিত প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন তারা আরোপ করবার চেষ্টা করি। আরোপটা যদি জোর করে করা হয় সেটাও কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘন করল। সংস্কৃতি যদি আরোপিত হয় তা হলে মানবাধিকার লঙ্ঘন। আর সংস্কৃতিকে যদি তারা নিজের ভাবে গ্রহণ করে নেয় সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না। উত্তর-পূর্ব ভারতের যে সাতটা রাজ্য আছে সেখানে খ্রীষ্টান মিশনারিরা শুরু করলেন ব্রিটিশ আমল থেকে। তারা আস্তে আস্তে আরোপিত করতে লাগলেন। তারা ইংরেজি ভাষা শেখালেন। ইংরেজিতে পড়া শেখালেন। তারপরে একটা বাইবেল ধরিয়ে দিলেন। তারপরই তারা খ্রীষ্টান হয়ে গেলেন। আজকে এইভাবেই একটা আগ্রাসী নীতি চলছে। এই নীতিটা ভাল না মন্দ—সেটা আগামী দিনের সমাজ ভাববে। কিন্তু আমার মতে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ঐতিহ্য সেটা কিন্তু বজায় রাখতে হবে। কেননা বজায় না রাখলে হবে কি সবাই একইরকম হয়ে যাবে। বিশ্বায়নের যুগে আমরা ভাবছি কি আমরা সবাই একই রকম হয়ে যাব? আমরা হয়তো বাধ্যবাধকতার মধ্যে কিছু আপোস-রফা করেছি। আমরা যে প্যান্ট, শার্ট, কোর্ট এসব পড়ছি তা কাজের সুবিধার জন্য। তা না হলে হয়ত পড়তাম না, ধুতি-পাঞ্জাবী পড়তাম। আমরা ইংরেজি ভাষা শিখেছি কেন? জ্ঞান আহোরণ করার জন্য। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতিইও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হবার পথে চলে যাচ্ছে। আমরা বাংলা ভাষায় বেশি কথা বলতে ভালোবাসি না। আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে বেশি ভালোবাসি। অন্য ভাষা-ভাষি মানুষ যদি আসে তাদের ভাষা আমরা হিন্দিতে বলতে শুরু করে দিই, বাংলায় বলি না। আমি বাইরে গেলেও বাংলায় বলব না আবার এখানকার লোকের সঙ্গে বাংলায় কথা বলব না। বাড়িতেও আমরা বাংলা চালু করব না। আমি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পাঠালাম। তারা ইংরেজি শিখল। তার ফলে একটা হজ্‌ব্‌র্‌ল্‌ সংস্কৃতি

তৈরি হয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন কিন্তু এটা বলেনি। এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেননি, বিবেকানন্দও বলেননি, বড় বড় দার্শনিকরাও বলেননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে মিলন, তাদের যে সংহতি সেটা অন্যরকম। তাদের যেটা ভালো সেটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, আমাদের যেটা ভালো সেটা তাদেরকে দিতে হবে। এই আদান-প্রদান হলে একটা সংস্কৃতি বজায় থাকে। সংস্কৃতির মধ্যে একটা জীবন থাকে। সেই জবনটা শুকিয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার।
সেথা হতে সবে আনে উপহার।
দিবে আর নিবে মিলিবে মেলাবে
যাবে না ফিরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

অর্থাৎ এই দেওয়া-নেওয়াই কিন্তু থাকা চাই। আলেকজান্ডার যেমন পুরুকে বলেছিলেন তুমি কিরকম ব্যবহার চাও?

উত্তরে পুরু বলেছিলেন—আমি রাজার মতো ব্যবহার চাই। সে পরাজিত তাও বলেছিলেন। সংস্কৃতিটাও ঠিক তাই। আমার মনের মণিকোটায় এটাকে রাখা আছে। আমি যদি এটাকে হারিয়ে ফেলি আমার দুঃখ হবে, যন্ত্রণা হবে। আমি যদি Materialistic outlook নিয়ে শুধু ভাবি যে—এতে আমার সম্পদ হবে, অর্থ হবে। আমার সংস্কৃতি দরকার নেই। কিন্তু একদিন আমি কাঁদবো। আমার ভিতরের অন্তরাত্মা কাঁদবে। তা আজকে এই যে অবস্থা আসছে আজকে বাঙালীর সঙ্গে আমি যদি ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা ভাবি অথবা আমাদের বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির কথা যদি ভাবি। আবার আমরা যদি আরোপিত করে দিই, সাঁওতালদের আমরা শেখাচ্ছি, বাংলা ভাষা শেখাচ্ছি। আমরা কোল, ভীল, মুণ্ডা যারা আছে তাদের ভাষা ছেড়ে দিয়ে অন্য ভাষা শেখাচ্ছি। আমি যখন National Green Tribunal-এ ছিলাম তখন একবার মাণিপুরে গিয়েছিলাম। High Court-এর Acting Chief Justice হয়ে Retirment এর পরে একবার মণিপুরে Inspection-এ একটা Meeting করতে যেতে হয়েছিল Environmental Law-এর ব্যাপারে। ওখানে ওদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। খুব অদ্ভুত লাগল। ওখানে দেখা যাচ্ছে বাঙালী সংস্কৃতি রয়েছে। আমার একটু আনন্দও হচ্ছিল। মণিপুরে গেলেই দেখবেন একটা বাঙালী আবহাওয়া আছে। চৈতণ্য মহাপ্রভুর কোন এক শিষ্য তিনি ওখানে গিয়েছিলেন। সে সময়ে মিশনারিসরা খ্রীষ্টান ধর্মে সেখানকার লোকদের ধর্মান্তরিত করছে। তিনি সে সময় তাদেরকে বাঁচাবার জন্যে বাংলা ভাষার সংস্কৃতিতে তাদেরকে জাড়িত করলেন। যদিও মণিপুরিদের আলাদা একটা সংস্কৃতি আছে। তারাও Tribal. সেই জন্য ক্রমশ

মণিপুরি বৈষ্ণবীদের দেখা যায় তারাও তিলক কাটছে, কণ্ঠি নিচ্ছে। ওখানে জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, মাকালির পুজো করছে, দুর্গা পুজো করছে। বাঙালী হিসেবে আমার খুব আনন্দ হল। কিন্তু আবার একটা দুঃখও হল যে—তাদের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি থেকে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। তবে আজকে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আজকে মণিপুর তারা মণিপুরি Language তৈরী করেছে। আগে বাংলা Script ছিল। কিন্তু আজকে তারা মণিপুরি ভাষা মণিপুরি Script বার করেছে। অর্থাৎ এইগুলো যাতে হারিয়ে না যায়। কারণ, আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থাতে আমরা আইন করেছি কিন্তু আইনের Implimentation করতে খুব অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে। যেটা Lagislature রাও করছেন, Executive রাও করছেন আমরা Judiciary তে থেকে দেখছি তাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। আজকে ঝাড়খণ্ডে যখন Mining License দেওয়া হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে যে আদিবাসীরা তারা বনাঞ্চলে বাস করে। তাদের জন্য আমরা "Forest Right Acts" বলে একটা Act বানিয়েছি। Protection of the schedule tribes and inhabitant of the forest—তাদের Rights and Environment Act. সেই আইনে বলছে— তারা ঐ বনে থাকবে। সেখানে তারা কোনরকম উন্নতি করতে চাইলে গ্রামসভার অনুমতি লাগবে। গ্রামসভা যদি সংগটিত ভাবে বলে, সবাই মিলে Majorityতে যদি বলে যে হ্যাঁ করা চলবে, তাহলে করা যাবে না হলে করা যাবে না। আমি একবার একটা মামলা শুনছিলাম Hydro Electric Power station করার জন্য। একটা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে করা হবে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে। দরকার আছে, Development এর জন্য দরকার আছে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে দেখা গেল অনেক জনপদ্ জলে ভেসে গেল। ওরা মামলা করল। আমরা গেলাম, দেখলাম। কিন্তু কি হল আমরা সভ্যতা, সংস্কৃতির নামে, নগরায়নের নামে আমরা তাদের পরিবেশ, তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাদের জনপদ নষ্ট করে দিলাম। এটাতো সভ্যতা নয়। এই প্রশ্নগুলো এসে যাচ্ছে। আজকে আইন দিয়ে তাকে আমরা আটকাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আইনে একটা অসুবিধে আছে। PESA-Act তো হয়েছে। তবে এই আইনে একটা অসুবিধে আছে কি সরকার যদি মনে করে, "Land Accusition Act" বলে যে Act টা আছে ঐ আইনে সরকার গ্রহণ করতে পারে। তার ফলে সরকার গ্রহণ করছে ঝাড়খণ্ডে Mining Operation-এর জন্যে বনাঞ্চল নষ্ট হচ্ছে, আদিবাসীদের বাসস্থানকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা শহরে এসে হাজির হচ্ছে। তারা শহরের Slum area তে থাকছে। সেখানে তাদের সংস্কৃতি বজায় থাকছে না। ফলে আমরা তাদের বিপন্ন করে দিচ্ছি। এই যে বিপন্নতা, এই বিপন্নতা থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা যারা সচেতন মানুষ তাদেরকে ভাবতে হবে যে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতা সব আছে। আজকে মণিপুরি Dance এটা

তাদের একটা নিজস্ব Culture। নাগাদের একটা নিজস্ব নাচ, তাদের একটা নিজস্ব Culture। আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা ঐতিহ্য। আজকে ঐতিহ্যগুলোকে তৈরীর পেছনেও রয়েছে অনেক Physiological, Biological and Psychological reaction. আজকে আফ্রিকা থেকে সেই X ক্রমোজোম এবং Y ক্রমোজোম খোঁজ করতে করতে আমরা জানতে পারি যে আফ্রিকা থেকে এসেছি। Biologically যদিতে Genetical Configeration করা হয় তাহলে দুটো X মহিলাদের থাকে পুরুষদের XY. ঐ X টা Common ধরে নিয়ে আফ্রিকাতে মায়ের X ক্রমোজোমের খোঁজ পেয়েছি। ওখান থেকেই বেড়িয়েছে। তারপর জনপদে ভাগ হয়ে গিয়ে তারা ভারতবর্ষে এসেছে। ইউরোপে এসেছে। এই যে ভাগ হয়ে চলে যাচ্ছে একটা জাতিই হল সবাই Origin একটা। শুধু যেতে যেতে আবহাওয়ার পরিবর্তন, পোষাকের পরিবর্তন উচ্চারণ-ভঙ্গির পরিবর্তন তাদেরকে আস্তে আস্তে Mould করছে, পরিবর্তিত করছে। এই রকম করে করে একটা সংস্কৃতি তৈরী হল। যদি আমি সূক্ষ্মতাতে ভাবি যে Origin একই ছিল বলে সব একই Origin হয়ে যাওয়া তাহলে তো সংস্কৃতির কোন আবহাওয়া থাকছে না, পরিবেশেরও কোনও আবহাওয়া থাকছে না। আমার মনে হয় আদিবাসীদের রক্ষা কবজ যেটা আছে "Forest Rights Act", "FESA Act", সংবিধানে যে রক্ষা কবজ দেওয়া আছে, Article-এ যা আছে Equility Clause. এইগুলো যাতে লঙ্ঘিত না হয় এটা দেখলেই আদিবাসী সমাজকে বজায় রাখা যাবে। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টি করেছেন। কত ফুল তৈরি করেছেন, কত গাছ তৈরি করেছেন, সাজিয়েছেন। তেমনই মানুষেরাও আফ্রিকা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ইউরোপে গেছে, এশিয়ায় গেছে, আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়েছে। সেরকমই তাঁরই ইচ্ছা সব ফুলগুলিই যেন সেরকমই থাকে, সেরকমই সুরভিত হয়।

অনুলিখন : জয়দীপ পাল

আজকের বাংলায় আদিবাসী গ্রাম । ছবি : অরূপ বসু